Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.84-89
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

প্রসঙ্গ সামান্যসত্ত্বার বস্তুগতমূল্য: চরমপন্থী নামবাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

ভবেশ গায়েন
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয় এবং পিএইচ. ডি. গবেষক, দর্শন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়

Abstract

The problem of universal is one of the most interesting and enduring topics in the history of metaphysics. This problem has been highlighted from the ancient period in Greek and still it is continued towards a permanent solution. The debate is basically divided into two trends, one is realism and the other is nominalism in ancient, medieval, modern and contemporary period, center round the issue of universal.

In this context Plato and Aristotle is realist philosopher in ancient era in broad sense. Grossly realist Plato said that concepts are not merely an idea in the mind, but something which has a reality of its own, outside and independent of human mind. But Aristotle, the student of Plato, criticized and gave a moderate version of realism about the problem of universal. According to Aristotle, Plato's theory of ideas has failed to explain the relation between individuals and universals, the existence of individuals, the motions of objects etc.

But the opponent of realism, basically the nominalists deny the absolute reality of universal. They claims that their explanation is ontologically simple than realists and the explanation of universals are very much logical. They believe that it is possible to provide fully satisfactory accounts of attribute agreement, subject-predicate discourse, and abstract reference that posits only particular or individual.

I want to analyze the nominal's view not only the Greek, medieval, modern period but also the different versions, followed by Prof. M.J. Loux, like as Austere nominalism and others.

According to extreme version of nominalism, Austere Nominalism only concrete particulars are exis. There is no absolute ontology and they holds that all claims apparently about universals are just disguised ways of making claims about concrete particulars. But obviously there are serious difficulties with this extreme version of nominalism and those difficulties have led some philosophers to endorse other form of nominalism.

In this paper I want to critically discuss the extreme version of nominalism and want to share my opinion about the said context.

Key Words: Metaphysics, Universal, Particular, Realism, Nominalism

সূচনা: অধিবিদ্যার প্রকৃতি নিয়ে দার্শনিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। অ্যারিস্টটল ও মধ্যযুগীয় নানা দার্শনিকরা দুই ধরণের অধিবিদ্যার উল্লেখ করেন। আদি কারণ অর্থাৎ ঈশ্বর যা অবিচল চালক (Unmoved

Mover) এবং সম্ভিত সত্তার সাধারণ জ্ঞান (General Science of being qua being)। কিন্তু সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর বুদ্ধিবাদি দার্শনিকরা অধিবিদ্যার পরিধি বৃদ্ধি করে শুধুই ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি আলোচনা না করে দেহ ও মনের প্রভেদ, আত্মার অমরতা, ইচ্ছার স্বাধীনতা প্রভৃতিও অধিবিদ্যার আলোচনার অন্তর্গত করেন। পরবর্তী অভিজ্ঞতাবাদীরা এবং বিচারবাদি কান্ট বলেন যে, উক্ত অধিবিদ্যার আলোচনার বিষয় মানব অভিজ্ঞতার সীমাকে অতিক্রম করে। সুতরাং তা জ্ঞানের বিষয় হতে পারে না, বিশ্বাসের বিষয়। তিনি প্রকৃতিগত অধিবিদ্যায় কিভাবে জগতের সাধারণ আকার নিয়ে আমাদের চিন্তা অগ্রসর হয় (Common structure of the world) তা উল্লেখ করেন। উক্ত অধিবিদ্যার দ্বারা সমকালীন দার্শনিকরা বিশেষভাবে প্রভাবিত হন। তাঁরা এবিষয়ে কান্টের সঙ্গে সহমত প্রদর্শন করে বলেন যে, জাগতিক গঠন স্বস্থিত এবং আমাদের কাছে অনধিগম্য (Inaccessible to us), তবে জাগতিক গঠন নিয়ে আমাদের চিন্তার গঠন অগ্রসর হয়।[1] যদিও উক্ত জাগতিক গঠন বিষয়ে আমাদের চিন্তার গঠনগত ব্যাখ্যা নানা দার্শনিক নানাভাবে প্রদান করেছেন। তেমনই একটি জাগতিক সাধারণ আকার নিয়ে আলোচনা সামান্যতত্ত্বেও লক্ষ্য করা যায়। সমকালীন সামান্যতাত্ত্বিক আলোচনায় প্লেটোর দ্বিজাগতিকতত্ত্ব যতটা প্রাসঙ্গিগতা পেয়েছে সে তুলনায় জগতের সাধারণ আকার (Common Structure of this world) নিয়েই আলোচনা বেশি অগ্রসর হয়েছে। সেগুলি মুলত 'বিধেয়', 'বিমূর্ত প্রতিরূপ', 'গুণ', প্রভৃতি আকারে আলোচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে সামান্যতত্ত্বের সমকালীন আলোচনায় চরমপন্থি নামবাদী কোয়াইন, জ্যাবো প্রমূখের মত বিচারপূর্বক তুলে ধরা হবে।

সামান্যসত্ত্বা প্রসঙ্গে চরমপন্থী নামবাদ- চরমপন্থী নামবাদে সামান্যের সমস্যা সমাধান প্রসঙ্গে সামান্যসত্ত্বার অস্তিত্বকেই অস্বীকার করা হয়। তাঁদের মতে সামান্যের সমস্যা জাগতিক বস্তুর সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করে। যেমন- বিশেষ বিশেষ কাঁচা আমের সবুজ রঙের সাদৃশ্য বা সাধারণ আকাররূপ সবুজ রঙের সাদৃশ্য কাঁচা আমে পরিলক্ষিত হয়। যেটি সাধারণ ভাবে কাঁচা আমে অবস্থান করে। কিন্তু সমস্যা হলো একটি সবুজ আম যেমন প্রত্যক্ষিত, তেমনি সবুজত্বরূপ সামান্যসত্ত্বা আম স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে কি? আর সবুজত্ব প্রভৃতি যদি বস্তুর বৈশিষ্ট্য হয় তাহলে তার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ আমের সম্বন্ধ কেমন? আম-কে আমরা যে দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখি কোন ক্ষেত্রে সবুজত্বকেও কি একই দৃষ্টিতে দেখি? বা যদি অভিন্ন সবুজত্ব বিভিন্ন আমের মধ্যে থাকে তাহলে সেই সবুজত্ব ধর্মটি কি একটিই সবুজত্ব না দুটি ভিন্ন আমের ভিন্ন সবুজত্ব ? সর্বোপরি এই যে বিমূর্ত ধর্ম (সবুজত্ব) তার কি কোন জাগতিক প্রতিরূপ (Reference) পাওয়া সম্ভব? বা নির্দেশ (Denote) করে কি বলা সম্ভব যে এটি বা ওটি সবুজত্ব?

প্রসঙ্গত সামান্য সত্ত্বা প্রসঙ্গে নামবাদের প্রতিপক্ষ বস্তুবাদীদের মতে সামান্যের সমস্যার সমাধান ভাবতে হলে মূর্ত বস্তুবিশেষের সমধর্মিতা ব্যাখ্যার জন্য বিমূর্ত সামান্য মানতে হবে। কেননা এক শ্রেণির বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে আপাত বৈসাদৃশ্য থাকলেও তাদের সমশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কেননা নানা বৈসাদৃশ্য থাকলেও সাদৃশ্যও আছে। যদিও সেগুলি হয়তোবা নির্দিষ্ট করে দেখানো সম্ভব নয়। কিন্তু সাদৃশ্য নেই এমনটিও বলা সম্ভব নয়। কেননা তা বিমূর্ত। সুতরাং বস্তুবিশেষের মধ্যে সাদৃশ্যের ব্যাখ্যার জন্য বিমূর্ত সামান্য স্বীকার করতে হয়। যেমন- বিশেষ বিশেষ 'গো'-এর মধ্যে আপাত নানা বৈসাদৃশ্য বর্তমান, কিন্তু এমন কোন সাদৃশ্য আমাদের স্বীকার করতেই হয় এই কারণে যে, তাদেরকে আমরা গরু না বলে অন্য কোন প্রাণী বলি না এবং সেই একধর্মিতা হল বিমূর্ত গোত্ব। আবার আমরা যখন কোনো সম্বন্ধ প্রকাশ করি যেমন- 'উত্তর দিক' এবং বলি যে, লণ্ডন এডিনবরার উত্তর দিকে অবস্থিত অথবা কলা ভবন প্রশাসনিক ভবনের উত্তর দিকে অবস্থিত। তখন বিশেষ বিশেষ স্থান যেমন, লণ্ডন, এডিনবরা, কলা ভবন প্রভৃতি

[1] Loux, M. J. Metaphysics A Contemporary Introduction, 3rd Edition, Routledge, 1.

পরিবর্তীত হলেও 'উত্তর দিক'-এই ধারণা অপরিবর্তিত থাকে।[2] যদিও এরূপ ধারণার উক্ত বিশেষ বিশেষ স্থানের (লণ্ডন, এডিনবরা, কলা ভবন প্রভৃতি) ন্যায় নির্দেশক মূল্য নেই। অর্থাৎ তাদের নির্দিষ্ট করে দেখানো সম্ভব নয় কেননা সেগুলি অস্তিত্বশীল নয় বরং বিদ্যমান। আর আমরা তার অস্তিত্ব কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারি না এই কারণে যে, তার সত্ত্বা অস্বীকার করলে উক্ত স্থানগুলিকে সম্বন্ধ আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হবে না। যদিও উক্ত 'উত্তর দিক'-রূপ সম্বন্ধ বিমূর্ত, অপরিবর্তনীয় এবং নিত্য। এছাড়া এটিও বলা যায় যে, উক্ত বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এরূপ সম্বন্ধ (উত্তর দিক প্রভৃতি) অভিন্ন আকারে বিদ্যমান থাকে। এভাবে নামবাদের প্রতিপক্ষ বস্তুবাদীরা বিমূর্ত নানা সামান্য স্বীকার করেন। যেমন - ভাষাগতভাবে বিমূর্ত বিধেয়ের ধারণা, মানসিকভাবে বিভিন্ন সত্ত্বাগত ধারণা, স্থানগত অবস্থানের ভিত্তিতে অধিবিদ্যক সামান্যসত্ত্বা, অ-স্থানিক অবস্থানগত বিষয়- অতিবর্তী অধিবিদ্যক বিষয় প্রভৃতি।

যদিও বস্তুবাদীদের বিমূর্ত সামান্য খণ্ডন প্রসঙ্গে চরমপন্থি নামবাদে বলা হয় যে, শুধু ব্যাখ্যার সুবিধার জন্য বিশেষ সতন্ত্র অপ্রমাণযোগ্য বিমূর্ত কোন সত্ত্বা স্বীকার করা সত্ত্বাগত জটিলতা বৃদ্ধি ছাড়া কিছুই নয়। তাই সত্ত্বাগত সরলতার সাপেক্ষে বলতে হয় যে, বস্তুজগতে আছে কেবল বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং তাদের বিশেষ বিশেষ গুণ ও সম্বন্ধ, তদ্ভিন্ন কোনো বিমূর্ত অতিজাগতিক সামান্যসত্ত্বা থাকা সম্ভব নয়। আর বিমূর্ত সামান্যের যেহেতু নির্দেশক দৃষ্টান্ত নেই সেহেতু নির্দেশকযুক্ত বিশেষের মধ্যে আলোচনা সীমায়িত রাখাই বাঞ্ছনীয়। কেননা কোন একটি বাক্যের সত্যতা যাচাই করতে হলে আমাদের উক্ত বাক্যের দৃষ্টান্ত হিসেবে কোন বস্তু বা ব্যক্তির উপর নির্ভর করতে হয়, কোন বিমূর্ত ধারণার উপর নয়। যেমন- যদি আমি বলি আমার সামনের দেওয়ালটি হয় সাদা তাহলে উক্ত বাক্যের সত্যমুল্য নির্ণয় করতে হলে আমাদের উক্ত দেওয়ালটির চরিত্র বিশ্লেষণ করলেই হবে। যদি দেখা যায় দেওয়ালটি সাদা তাহলে বাক্যটি সত্য এবং যদি দেখা যায় দেওয়ালটি অন্য কোন রঙয়ের তাহলে বাক্যটি মিথ্যা। চরমপন্থি নামবাদীরা মনে করেন যে, উক্ত বাক্যের সত্যমূল্য এত সহজ উপায়ে পাওয়া গেলে অহেতুক কেন বিমূর্ত সামান্য স্বীকার করতে হবে?

এপ্রসঙ্গে কোয়াইন মনে করেন যে, সামান্যসত্ত্বা বলে বিশেষ অতিরিক্ত সত্ত্বা নেই বা থাকতে পারে না[3] , আছে কেবল বিশেষ বিশেষ নামযুক্ত বস্তু (Name Object) এবং তাদের অবিচ্ছেদ্য গুণ বা সম্বন্ধ। যেমন - কেবল লাল (Mere Red) অর্থাৎ বিশেষ অতিরিক্ত সামান্যসত্ত্বা হিসেবে 'লাল'-এর অস্তিত্ব তিনি স্বীকার করেন না বরং লাল বলতে বোঝায় তা কোনো না কোনো বিশেষের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ লালের ধারণা। যেমন – 'লাল বাড়ি' বা 'লাল জামা' বা 'লাল সূর্য' প্রভৃতি। যেমন- যখন আমরা বলি যে, 'বাড়ি হয় লাল' তখন এই বাক্যের বিচার্য বিষয় হলো 'অন্তত একটি বাড়ি আছে' এবং 'তার রং লাল'। কিন্তু সমগ্র 'লালত্ত্ব জাতি' বস্তুগত ভাবে আছে কি না সেটি বিচার্য বিষয় নয়।

তাঁর মতে বস্তুজগত বিভিন্ন বিশেষ এবং তার অবিচ্ছেদ্য গুণ বা সম্বন্ধ দিয়ে গঠিত। আর সেভাবেই সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক ভাবে জগৎ ও জাগতিক বিষয় সকল ব্যাখ্যা করা সম্ভব। কিন্তু অতিবর্তী সামান্যসত্ত্বা বা সামান্যের ধারণা ব্যক্তি মন সৃষ্ট, এরূপ মত অহেতুক সত্ত্বাগত জটিলতা সৃষ্টি করে। কিন্তু উক্ত ধারণা গুলিকে ভাষাগত ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে সরল আকারে যদি ব্যাখ্যা করা সম্ভব হয় তাহলে দেখবো যে, আছে বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং তাদের বিশেষ বিশেষ গুণ বা সম্বন্ধ। কিন্তু তৎ অতিরিক্ত কোনো বিমূর্ত সত্ত্বা আছে কি নেই সেটি যেমন আমাদের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত নয় তেমনি সেগুলি তিনি মানতেও নারাজ। বস্তুজগৎ সরল এবং তার সম্বন্ধে জ্ঞানও সরল কিন্তু সে সম্পর্কে বিভিন্ন চিন্তা বা মানুষের ভাবনা বা ভাব প্রকাশের

[2] Russell, B. The Problems of Philosophy, Henry Halt and Company, London, 1912, 152.
[3] Quine, W. V. O. On What There Is, The Review of Metaphysics, a Philosophical Quarterly, Vol. 2, (Sep., 1948), 29.

ভঙ্গি জটিল। যেমন- বস্তুবাদ অনুসরণ করে আমরা যদি বলি যে, সামান্যসত্ত্বা বিশেষ অতিবর্তী বস্তুগত মূল্য আছে তাহলে আমাদের এমন সত্ত্বাও স্বীকার করতে কোনো বাধা থাকে না যে, অলীক সত্ত্বারও (পক্ষিরাজ ঘোড়া প্রভৃতি) অস্তিত্ব আছে। কেননা আমরা যখন বলি যে বিশেষ বিশেষ মানুষের সাধারণ ধর্ম মনুষ্যত্ব বস্তুগতভাবে বিদ্যমান এবং তা বিশেষ বিশেষ মানুষ স্বতন্ত্র ধারণা, কেননা বিশেষ বিশেষ মানুষ পরিবর্তনশীল ধারণা হলেও তাদের সাধারণ ধর্ম মনুষ্যত্বরূপ সামান্য সত্ত্বা অপরিবর্তনীয়, বিশেষ বিশেষ মানুষ বিনাশশীল হলেও তাদের সামান্যসত্ত্বা নিত্য বা বিশেষ বিশেষ মানুষের মধ্যে নানা ভেদ থাকলেও মনুষ্যত্বরূপ সামান্য সত্ত্বা অপরিবর্তনীয়। অর্থাৎ উক্ত কথাগুলি কোথাও যেন এটি বলতে কোনো বাধা রাখে না যে, বিশেষ এবং সামান্যসত্ত্বা পরস্পর স্বতন্ত্র এবং সামান্যের অস্তিত্বের জন্য বিশেষ মুখ্য নয় (যদিও সামান্যের জ্ঞান বিশেষের মাধ্যমেই হয়)। আর তা যদি স্বীকার করা হয় তাহলে পক্ষিরাজঘোড়াত্ত্ব রূপ সামান্য সত্ত্বার বিদ্যমানতা মেনে নিতে অসুবিধা কোথায়? কেননা সেক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষ পক্ষিরাজঘোড়ার অস্তিত্ব আবশ্যিক নয়। এইভাবে বস্তুবাদীদের বিশেষ অতিবর্তি বা বিশেষ স্বতন্ত্র সামান্য সত্ত্বার ধারণা নেহাত ভিত্তিহীন তত্ত্বে পরিণত হয়। কেননা আমরা সামান্যসত্ত্বাকে সমধর্মী বিশেষ বিশেষ বস্তুর মাধ্যমে জানছি, অথচ বলছি যে, সামান্যসত্ত্বা বিশেষ অতিবর্তি বা বিশেষ স্বতন্ত্র ধারণা এবং পরস্পর বিপরীত স্বভাবযুক্ত।

তাছাড়া চরমপন্থি নামবাদীরা মনে করেণ যে, কার্য-কারণ সম্বন্ধের ব্যাখ্যা ছাড়া যেকোনো বিষয়ই রহস্যময়। কিন্তু সামান্যের সমস্যা সম্বন্ধে বস্তুবাদীরা যে মত পোষণ করেন তা কার্য- কারণ সম্বন্ধের আবদ্ধ নয়। সুতরাং তা রহস্যময় বলে জ্যাবো (Szabo) মনে করেন। তাঁর মতে,

> "Without causal links, nominalist's content, our knowledge about and reference to abstract entities becomes mysterious".[4]

যেমন- আমরা কোন কিছু (এক্স) সম্বন্ধে নিশ্চিত হই বা বিশ্বাস অর্জন করি তখন, যখন তা কোন না কোন ভাবে কিছুর সাথে কার্য- কারণ সম্বন্ধের আবদ্ধ থাকে। কিন্তু বিমূর্ত ধারণা কোন বস্তুবিশেষের সঙ্গে কার্য-কারণ সম্বন্ধের আবদ্ধ থাকে না এবং অভিজ্ঞতায় শুধুমাত্র বস্তুবিশেষের জ্ঞান অর্জিত হয়, বিমূর্ত সামান্যের নয়। সুতরাং তেমন বিমূর্ত সামান্যের ধারণা স্বীকার করা রহস্যময়। সেহেতু তাঁরা বিমূর্ত সামান্য নয় বরং মূর্ত বিশেষ স্বীকারের দ্বারা সামান্যের সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হল বিমূর্ত সকল বিষয় স্বীকারের জন্য কার্য- কারণ সম্বন্ধ আবশ্যিক কি? সকল বিমূর্ত বিষয় স্বীকারের জন্য কার্য- কারণ সম্বন্ধ আবশ্যিক নয়। যেমন- ধরা যাক একটি কাব্য হয়তোবা বিমূর্ত বিষয় নিয়ে লেখা কিন্তু তার চরিত্রগুলির ক্রম (Sequence) এতই যৌক্তিক যেন তা পাঠকের কাছে মূর্ত হয়েছে। কিন্তু এখানে গল্প নয়, পাঠক ও লেখক মূর্ত। লেখকের লেখনীর ক্ষমতা কাব্যের সকল চরিত্রগুলিকেই যেন মূর্ত করে তুলেছেন।

সে যাই হোক আমার এখন নামবাদীদের কিছু অনন্য বৈশিষ্ট্য (Unique Characteristics) তুলে ধরবো-

প্রথমত: কোনো গুণ বলতে দ্রব্যের গুণকে বোঝায়। যেমন- দেওয়ালটি সাদা, ফুলটি লাল প্রভৃতি। এই যে সাদা, লাল প্রভৃতি গুণ তা বস্তুতে অবস্থান করে। বিশেষ বিশেষ বস্তু এবং তাদের বিশেষ বিশেষ গুণ। কিন্তু গুণগত অভিন্নতা স্বীকৃত হতে পারে না । কেননা বিশেষ বস্তুর যে অর্থে নির্দেশক মূল্য থাকে সে অর্থে গুণগত অভিন্ন সত্ত্বার তা থাকে না কেননা প্রতিটি বিশেষ বস্তু স্থান ও কালগত ভাবে ভিন্ন হওয়ায় তাদের মধ্যে অভিন্ন গুণের অবস্থান বিভ্রান্তিকর।

[4] Szabo´, Zolta´n Gendler. "Nominalism", The Oxford Handbook of Metaphysics, ed. M.J. Loux and D. Zimmerman, Oxford University Press, 2003, p 29.

দ্বিতীয়ত: সমগুণগত আকৃতি- বস্তুবাদীরা সম আকারের বস্তুকে সমজাতীয় বলেন। কিন্তু চরমপন্থি নামবাদীরা সদৃশপূর্ণ বিশেষ বিশেষ বস্তু স্বীকার করলেও সম আকৃতি স্বীকার করেন না। তাঁদের মতে স্থান-কালিক ভিন্নতা এক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়।

তৃতীয়ত: একক বিমূর্ত পদ- যেমন- সাহসিকতা, লালত্ব প্রভৃতি। যদি সাহসিকতা একটি নৈতিক সৎগুণ হয় তাহলে এখানে উদ্দেশ্যের ধারণা একটি নৈতিক গুণকে নির্দেশ করে। বস্তুবাদিদের মতে তা বিমূর্ত এবং বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি পরিবর্তীত হলেও উক্ত ধর্ম অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু চরমপন্থি নামবাদীরা বলবেন যে, তা বিমূর্ত নয়, বরং তা ব্যক্তি বিশেষের নৈতিক গুণমাত্র। তাঁরা ব্যক্তি বিশেষের গুণ অতিরিক্ত কোন বিমূর্ত সামান্য আকারে সাহসিকতাকে স্বীকার করেন না। কেননা ব্যক্তি বিশেষে তা নির্দেশ করা গেলেও তৎবহির্ভূত বিমূর্ত আকারে সাহসিকতা যা ব্যক্তি বিশেষ অতিরিক্ত ভাবে অবস্থান করতে পারে, তার নির্দেশক মূল্য নেই।

চতুর্থত: এমন কিছু বিষয় আছে যার অস্তিত্ব স্বীকার করলে আমরা এমন গুণকে বর্ণনা করি যা বিমূর্ত। যেমন- কিছু কিছু জীববৈজ্ঞানিক প্রজাতি হল সঙ্কর। এই বাক্যের সত্যতা স্বীকার করলে সঙ্কর প্রজাতি স্বীকার করতেই হয়, যা বিমূর্ত। যেটিকে চরমপন্থি নামবাদীরা এভাবে ব্যাখ্যা করেন যে, উক্ত বাক্যের সত্যতা সম্বন্ধযুক্তভাবে নির্ণীত হয়, যেখানে সত্যতা নির্ণয়ের একটি নীতি কাজ করে। যেমন- ধরি কোন একটি অস্তিত্বশীল বিষয় 'পি' একটি আপতিক বাক্য 'এস'-কে প্রতিপাদন করে । সেটি তখনই বলা সম্ভব হবে যখন 'পি'-এর সাথে 'এস' সত্যসাপেক্ষে সম্বন্ধযুক্ত হবে। যেমন- এই আপেলটি লাল। এই বাক্যেটি তখনই সত্য হবে যখন প্রকৃতপক্ষে আপেলটি লাল হবে।

আসলে এখানে সঙ্কর প্রজাতি হল সম্বন্ধযুক্ত বিষয়। যেখানে দুই বা ততোধিক সরল প্রজাতি মিলিয়ে সঙ্কর হয়। তাহলে উক্ত জটিল ধারণার সত্যতা যাচাই করতে গেলে তার অন্তর্গত সরল ধারণাগুলি যাচাই করলেই হয়। কিন্তু সেটির দ্বারা কি আদৌ সঙ্কর প্রজাতির ধারণা পাওয়া সম্ভব নয়? সেটি স্বজ্ঞাগত। যদিও তার কোনো সদুত্তর আমরা নামবাদে পাই না।

আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, বিমূর্ত সামান্যসত্ত্বা আমাদের স্বীকার করতেই হয়। যেমন- ত্রিভুজত্ব হল একটি আকার, লাল একটি রঙ প্রভৃতি বাক্যগুলিকে সত্য হিসেবে স্বীকার করলে আমাদের সামান্যের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয়। কেননা আকার, রঙ প্রভৃতি বিমূর্ত এবং তা সাদৃশ্যময় অনেক বিশেষ বিশেষ বস্তুতে অবস্থান করে। কিন্তু চরমপন্থি নামবাদীরা এগুলোকে মূর্ত বিষয় বলেন এবং সামান্য নয় বরং বিশেষ হিসেবে তার ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যেমন- প্রতিটি ত্রিভুজাকার বস্তু হল আকারযুক্ত বস্তু, প্রতিটি লাল বস্তু হল রঙযুক্ত বস্তু প্রভৃতি। এভাবে সমার্থক বাক্য আকারে সামান্য পরিহার প্রসঙ্গে M. J. Loux তাঁর "Metaphysics A Contemporary Introduction" গ্রন্থে বলেন,

> "For every sentence incorporating an abstract singular term, it is possible to identify a sentence in which that terms does not appear but the corresponding, general term does, such that the latter sentence gives the meaning of the former."[5]

কিন্তু সকল ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। যেমন- সাহসিকতা হল নৈতিক গুণ। এই বাক্যের ক্ষেত্রে বিমূর্ততা পরিহার করলে বাক্য দাঁড়ায় যে, সাহসী ব্যক্তি হয় নৈতিক ব্যক্তি। কিন্তু সাহসিকতা নৈতিক গুণ আর সাহসী ব্যক্তি নৈতিক এক কথা নয়। সুতরাং উক্ত ভাবে সকল বাক্যের বিমূর্ততা পরিহার করা তাঁদের মতে সম্ভব নয়।

[5] Loux, M. J. Metaphysics A Contemporary Introduction, 3rd Edition, Routledge, 57.

আসলে চরমপন্থি নামবাদ পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, সেখানে জাগতিক সাধারণ আকার প্রাধান্য না পেয়ে বরং বিশেষ অধিক প্রাধান্য পেয়েছে। আর সেটি স্বীকার করলে এটিও স্বীকার করতে কোনো বাধা থাকে না যে, জাগতিক প্রতিটি বস্তু কোনো না কোনো গুণ বা ধর্ম বিশিষ্ট এবং তারা একে অপরের থাকে স্বতন্ত্র (স্থানকাল গত)। কিন্তু সেক্ষেত্রে এমনটি পরিলক্ষিত হওয়া স্বাভাবিক ছিল যে, প্রতিটি বস্তু একে অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু আমরা বরং তার বিপরীতটা লক্ষ্য করি, অর্থাৎ জগৎ এক অদ্ভুত শৃঙ্খলে গঠিত এবং প্রতিটি বস্তু কোনো না কোনো শ্রেণী বা সম্বন্ধগত সাদৃশ্যের দ্বারা গঠিত। অর্থাৎ নানা ভিন্নতার সত্ত্বেও কোনো না কোনো গুণ এবং কোনো না কোনো সম্বন্ধ তাদের মধ্যে আছে সেটি আমাদের স্বীকার করতেই হবে।

গ্রন্থপঞ্জী:

1. Cornford, Francis Macdonald. The Republic of Plato, Oxford, Clarendon Press, 1966.
2. DI Bella, Stefano and M. Schmaltz Tad. The Problem of Universals in Early Modern Philosophy, kindle Edition, Oxford University Press, 2017.
3. Donagan, A. Universals and metaphysical realism, in Universal and Particulars: Readings in Ontology, ed. Michael Loux, University of Note Dame Press, 1976.
4. Galluzzo, Gabriele and Loux, Michael. J. The Problem of Universals in Contemporary Philosophy, Cambridge University Press, 15th March, 2018.
5. Hamlyn, D.W. Metaphysics, Cambridge University Press, 1984.
6. Loux Michael J. Metaphysics A Contemporary Introduction, 3rd Edition, Routledge, 2006.
7. Loux Michael J. Metaphysics Contemporary Readings, 2nd Edition, Routledge, 2008.
8. Loux Michael J. Substance and Attribute A Study in Ontology, D. Reidel Publishing Company, 1978.
9. Lowe, E. J. Substance, An Encyclopedia of philosophy, Routledge, 1996.
10. Mumford, Stephen. Russell on Metaphysics, Routledge, 2003.
11. Quine, W. V. O. On What There Is, The Review of Metaphysics, a Philosophical Quarterly, and Vol. 2, 1948.
12. Russell, Bertrand. History of Western Philosophy, Routledge Classics, 2016.
13. Russell, B. The Problems of Philosophy, Henry Halt and Company, London, 1912.
14. Smith, K., N. Immanuel Kant's Critique of Pure Reason, Macmillan, London, 1929.
15. Szabo´, Zolta´n Gendler. "Nominalism", The Oxford Handbook of Metaphysics, ed. M.J. Loux and D. Zimmerman, Oxford University Press, 2003.
16. Tancred, Huge Lawson. Aristotle The Metaphysics, Penguin Books, 2004.
17. Williams, C. Donald. On the Elements of Being, I, The Review of Metaphysics, Vol. 7, No. 1, Sep., 1953, pp. 3-18, Philosophy Education Society Inc.